North South University Library ★1992★

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৯ জুলাই ২০২৬
১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩। ১৪ সফর ১৪৪৮

এনএসইউতে জুলাই আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণানুষ্ঠান

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ স্মরণানুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ জুলাই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের (জেএসএসএফ) যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রুহুল কবীর রিজভী। বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্থা শারমীন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর বিশেষ বক্তব্য দেন এবং একটি প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য নেছার ইউ আহমেদ। শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত, জাতীয় সংগীত এবং জুলাই থিম সং পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী বলেন, 'জুলাই আন্দোলনে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ভূমিকা রেখেছে, তা জাতি দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।' প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল কবীর রিজভী বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও বয়সের মানুষ ২০২৪-এর জুলাইয়ে যে সাহস, সংহতি ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে, তা প্রমাণ করেছে—জাতীয় স্বার্থ যখন মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন বিভাজনের সব সীমারেখা অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব।' বিশেষ অতিথি বেনজীর আহমেদ বলেন, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান একই সুতায় গাঁথা।' বিশেষ অতিথি সামান্থা শারমীন বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা প্রমাণ করেছে, অভিন্ন মূল্যবোধ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।' অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল জাতির নৈতিক অবস্থান গ্রহণের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটি মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিরোধ ও সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ।' লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর বলেন, 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন আহত ও শহীদ পরিবারের জন্য আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা, পুনর্বাসন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণে কাজ করছে।' অধ্যাপক নেছার ইউ আহমেদ বলেন, 'নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ইতিহাসচর্চা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলতে ভবিষ্যতেও বিভিন্ন একাডেমিক ও জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।' অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সিনে অ্যান্ড ড্রামা ক্লাব (এনএসইউসিডিসি) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের (এনএসইউএসএস) পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।